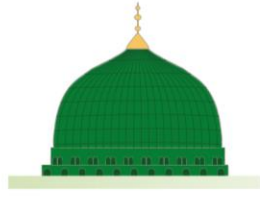


গল্পে গল্পে
ছোটদের হাদিস



মুহাম্মদ আবু সুফিয়ান



নবিজির খুশবুমাখা গল্প

নবিজি ছোটোদের ভালোবাসতেন। তাদের কোলে নিতেন। আদরের পরশ মেখে দিতেন চুমু। ছোটোদের সাথে তিনি খেলতেন। ছড়া কাটতেন। খুনশুটি করতেন। ছোটোদের সাথে ছিল তাঁর খুবই ভাব। তাই নবিজির কথা শুনতে তোমাদের বেশ ভালোই লাগবে।

নবিজির কথা ও কাজকে বলা হয় হাদিস। হাদিসে আছে অনেক মজার মজার ঘটনা; সুন্দর সুন্দর গল্প। এ গল্পগুলো কিন্তু বানানো নয় মোটেও। সবগুলোই সত্য গল্প। সত্যের একটা সুবাস আছে। আর সেই সত্য গল্প যখন নবিজির হয়, তখন সেখানে মিশে যায় তাঁর খুশবুও।

হাদিসের সেই খুশবুমাখা গল্প দিয়ে তোমাদের জন্য সাজিয়েছি এ বইখানি। আশা করছি, গল্পগুলো পড়ে তোমাদের অন্তর হয়ে উঠবে ঝরনার মতো স্বচ্ছ। চরিত্র হবে নির্মল। আর তোমরা হয়ে উঠবে একেকজন সুন্দর মনের সুন্দর মানুষ, ইনশাআল্লাহ।

মুহাম্মদ আবু সুফিয়ান
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

আবু দাহদার ব্যাবসা



প্রিয়নবির শহর মদিনা। সেখানে ছিল এক এতিম ছেলে। এতিম কাকে বলে, জানো তো? এতিম মানে হলো—যার মা-বাবা বেঁচে নেই। সেই ছেলেটির ছিল একটি খেজুর বাগান। তার বাগানের পাশে ছিল আরও অনেকের বাগান। সারি সারি বাগান। দখিনা বাতাস দোল দিয়ে যায় এখানে-সেখানে। মন জুড়ায় সে বাতাসে। খেজুরে খেজুরে ছাওয়া গাছের সারি দেখে জুড়ায় চোখ।

একবার এতিম ছেলেটি তার বাগানের সীমানা বরাবর একটি প্রাচীর দেওয়ার চিন্তা করল। প্রাচীর দিলে সীমানাটির আর নড়চড় হবে না। ঠিক জায়গায় থাকবে সবকিছু। তাই এই পরিকল্পনা। কিন্তু প্রাচীর দিতে গিয়েই গোলটা বাধল। পাশের বাগানের একটি খেজুরগাছ এই পাশে থেকে গেছে। প্রাচীর সোজা করতে চাইলে গাছটি পড়বে প্রাচীরের ভেতর। কিন্তু গাছটি তো তার না; পাশের বাগানের। আরেকজনের গাছ প্রাচীরের ভেতর নেওয়া কি ঠিক হবে? কখনোই না।



কী করা যায়? কী করা যায়? হঠাৎ তার মনে হলো—পাশের বাগানের মালিকের কাছ থেকে গাছটি কিনে নিলেই তো হয়। যেই ভাবা সেই কাজ। প্রতিবেশী বাগান-মালিকের সাথে কথা বলে গাছটি কিনতে চাইল ছেলেটি। কিন্তু না! সে লোক কিছুতেই রাজি হলো না। সে নাকি এ গাছ বিক্রি করবে না। ভাবনায় পড়ে গেল ছেলেটি। কী করবে এখন সে! তার তো আর প্রাচীর দেওয়াই হচ্ছে না তাহলে। আর এ সমস্যার কথা সে বলবেই-বা কাকে, তার তো বাবাও বেঁচে নেই।

ভেবে-চিন্তে ছেলেটি নবিজির কাছে এলো। সবকিছু খুলে বলল তাঁকে। সব শুনে মহানবি সেই বাগানের মালিককে ডেকে পাঠালেন। তাকে বুঝিয়ে বললেন, যেন সে গাছটি বিক্রি করে। কিন্তু না, সে লোক নাছোড়বান্দা! কিছুতেই গাছ বিক্রি করতে রাজি হলো না।

অবশেষে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন—‘খেজুরগাছটি তাকে দিয়ে দাও। তাহলে এর পুরস্কার হিসেবে তুমি জান্নাতে একটি খেজুরগাছ পাবে। আমিই এর দায়িত্ব নিলাম।’

আশ্চর্য! লোকটি তাতেও রাজি হলো না। তার এমন আচরণে নবিজি ভীষণ কষ্ট পেলেন। তিনি চাইলেই জোর করে গাছটি নিয়ে নিতে পারেন। কারণ, তিনি মদিনার শাসকও। তাঁর হাতে সে ক্ষমতা আছে। কিন্তু তিনি তা চাইলেন না। কারণ, তিনি জোর খাটানো পছন্দ করেন না। তাই মনের ব্যথা মনে লুকিয়ে চুপ করে থাকলেন।

সেখানে যারা উপস্থিত আছেন, তাদের একজনের নাম সাবিত। নবিজির সাহাবি। তাঁর আসল নাম সাবিত হলেও লোকে ডাকে আবু দাহদা নামে। আবু দাহদা মানে হলো দাহদার বাবা। তাঁর স্ত্রীকে লোকে ডাকে উম্মে দাহদা নামে। উম্মে দাহদা মানে দাহদার মা। তাঁদের দাহদা নামে একটি বাচ্চা আছে বলেই এই নামে ডাকে সবাই।

আবু দাহদা সামনে এগিয়ে এলেন। প্রিয়নবির কাছে জানতে চাইলেন—
‘ও আল্লাহর রাসূল! আমি যদি ওই খেজুরগাছটি কিনি, তারপর এই ছেলেটিকে দিয়ে দিই, তাহলে আমার জন্যও কি জান্নাতে খেজুরগাছ থাকবে?’



গুহার পাথর সরে গেল

তারা তিন বন্ধু। খুব ভাব তাদের। একসঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। একসঙ্গে গল্প করে। একজনের খুশিতে অন্যরাও খুশি হয়। আবার কেউ বিপদে পড়লে বাকিরা সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে।

একদিন তিন বন্ধু একসঙ্গে পাহাড়ে গেল কোনো কাজে। হঠাৎ করে আকাশে জমে উঠল মেঘ। চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। বামবাম করে শুরু হলো বৃষ্টি। তারা দৌড় দিয়ে আড়াল খুঁজতে লাগল। পাশেই পেয়ে গেল একটি গুহা।

‘চলো, ওই গুহায় ঢুকে বসি। বৃষ্টি থামলে বের হব।’ বলল একজন।

‘চলো, চলো!’ অন্যরা সায় দিলো।

তড়িঘড়ি করে গুহায় ঢুকে পড়ল তারা। বৃষ্টি ঝরতে লাগল তুমুল বেগে। বৃষ্টির পানি পাহাড় থেকে স্রোত হয়ে পড়ছে গুহাটির পাশ দিয়েই। সে স্রোতে একটি বড়ো পাথর এসে পড়ল গুহার মুখে। গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল।

একসময় বৃষ্টি থামল। রোদের আলোকানিতে উজ্জ্বল হলো চারদিক। গাছের পাতায় এখানে-সেখানে জমে আছে বৃষ্টির ফোঁটা। সেখানে রোদ পড়ে চিকচিক করতে লাগল। তিন বন্ধু এবার গুহা থেকে বের হওয়ার জন্য উঠল।



‘হায়! হায়! পাথরটি তো সরাতে পারছি না।’ একজন বলল।

‘কী বলছ তুমি!’ বাকি দুজনও এগিয়ে এলো।

তারাও পাথরটি সরাতে পারল না গুহামুখ থেকে। এবার দুজনে মিলে একসঙ্গে ধাক্কা দিলো। না, তাও একচুল সরল না পাথরটি। এবার তিনজনে মিলে দিলো জোরসে ঠালা। না, তাতেও নড়ে না পাথর। অনেকক্ষণ তিনজনে মিলে সব শক্তি দিয়ে চেষ্টা করল পাথর সরাতে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। পাথর নড়ল না। তারাও বের হতে পারল না গুহা থেকে।

তিন বন্ধু হতাশ হয়ে পড়ল। তারা কি আর বেরোতে পারবে না এ গুহা থেকে? বাইরের কেউ জানে না যে, তারা গুহার ভেতর। কোনো বাড়িঘরও আশেপাশে নেই। চিৎকার করলে কেউ শুনতেও পাবে না। তাহলে কী করে বের হবে গুহা থেকে? তারা কি এখানে দিনের পর দিন আটকে থাকবে? তাহলে তো না খেতে পেরে এখানেই মারা যেতে হবে! কেউ জানবেও না। কী বিপদ! কী বিপদ!

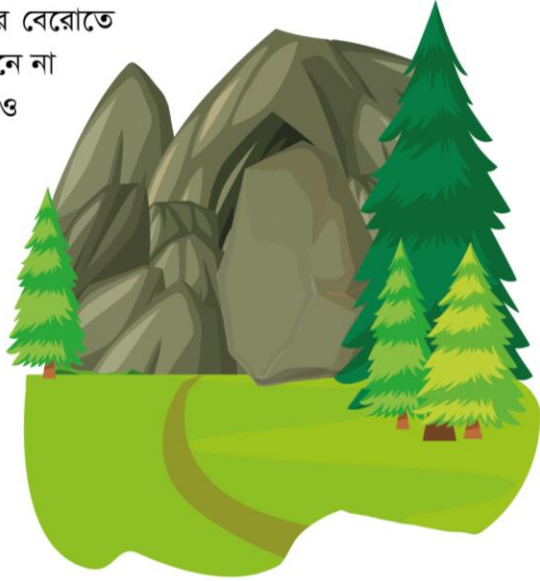
‘আমাদের আর কোনো উপায় নেই আল্লাহর কাছে দুআ করা ছাড়া।’ একজন বলল।

‘হুম! আমরা আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাই।’

‘এসো, যার যার জীবনের সবচেয়ে খাঁটি ভালো কাজ যেটা—সেটাকে স্মরণ করে আল্লাহর কাছে দুআ করি। হয়তো তাতে আল্লাহ পাথরের এ বিপদ থেকে আমাদের মুক্ত করবেন।’ আরেকজন বলল।

প্রথম বন্ধু দুআ শুরু করল। সে তার করা ভালো একটি কাজের বর্ণনা দিয়ে বলল—

‘হে আল্লাহ! আমি গরু-ছাগল পালন করি। দুধ দোহন করে বিক্রি করি। এটাই আমার পেশা। আমার মা-বাবা খুব বৃদ্ধ। পরিবারের অন্য সবার আগে তাঁদেরকে দুধ পান করতে দিই।



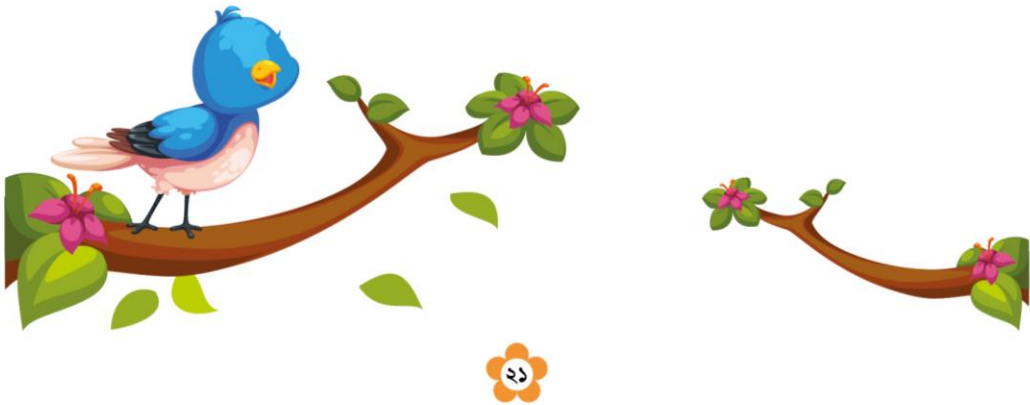
আবু উমাইর ও নুগাইর

আনাসের ছোটো ভাই কাবশা। তাঁর ডাকনাম আবু উমাইর। আবু উমাইরের একটি পোষা পাখির ছানা ছিল; বুলবুলি ছানা। সেটাকে আরবিতে বলা হয় নুগাইর। ‘নুগাইর’ শব্দের অর্থ—ছোট পাখির ছানা।

আবু উমাইর নুগাইরকে খুব ভালোবাসত। হাতের ওপর দানা নিয়ে তাকে খাওয়াত। নুগাইরও উমাইরকে খুব করে চিনত। টুকটুক করে তাঁর হাত থেকে দানা খুঁটে খুঁটে খেত। তাদের মধ্যে ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ ভাব।

পাড়ার ছেলেরা যখন মাঠে খেলতে যেত, তখন আবু উমাইর খেলত নুগাইরের সাথে। নুগাইর ফুডুত করে উড়ে গিয়ে বসত ঘরের চালে। কখনো উঠোনের খুঁটির ওপর। উমাইর ডাকলে সে আবার উড়ে এসে বসত উমাইরের কাঁধে। খিদে পেলে চিউক চিউক করে ডাকত। আবু উমাইরও যেন বুঝত তার ভাষা। সে খাবার নিয়ে আসত। আর নুগাইর টুকটুক করে খেত।

সারাদিন তারা একসাথে থাকে, একসাথে খেলে। কখনো আবু উমাইর ছড়া কাটে, আর নুগাইর চূপ করে শোনে। আবার কখনো নুগাইর চিকচিক সুর তুলে গান গায়, আবু উমাইর সে গান শোনে। এভাবেই দিন কাটছিল তাদের। মহা-আনন্দে। হাসি-খুশিতে।



কাঠের ভেতর সোনার মোহর



অনেক অনেক দিন আগের কথা। আরব দেশে এক ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি ছিলেন খুবই সৎ ও আমানতদার। সব সময় ভালো কাজ করতেন। সবার সাথে ভালো ব্যবহার করতেন। কথা দিয়ে কথা রাখতেন। তার ছিল এক ধনী বন্ধু। তিনিও খুব ভালো মানুষ।

একবার সেই ব্যবসায়ী দূরের এক শহরে ব্যবসা করতে যাওয়ার মনস্থির করলেন। যাবেন সমুদ্রপথে। তো ব্যবসার মালামাল কেনার জন্য তার বেশ মোটা অঙ্কের টাকার প্রয়োজন হলো। তখন অবশ্য টাকা বলা হতো না; বলা হতো দিনার ও দিরহাম। দিনার হলো স্বর্ণমুদা আর দিরহাম হলো রূপার মুদা। যাহোক, ব্যবসায়ীর বেশ কিছু দিনার প্রয়োজন হলো। কিন্তু তার কাছে তো এত দিনার নেই। তাই সে চিন্তা করতে লাগল—কী করা যায়, কী করা যায়?

হঠাৎ তার মাথায় এলো—আচ্ছা, ধনী বন্ধুর কাছ থেকে তো ধার নেওয়া যায়; যদি তার কাছে থাকে। সেই ভাবা সেই কাজ। বন্ধুর কাছে গিয়ে এক হাজার দিনার ধার চাইলেন তিনি। এক হাজার দিনার মানে কিন্তু অনেক অনেক টাকা। এক হাজার সোনার মোহর! আজকের দিনে প্রায় পনেরো কোটি টাকা! তার মানে হলো—ব্যবসায়ী তার বন্ধুর কাছে চাইলেন পনেরো কোটি টাকা!

ধনী বন্ধু ব্যবসায়ীকে খুব বিশ্বাস করতেন, তাই এত টাকা ধার দিতেও তিনি রাজি হয়ে গেলেন। বললেন—

‘আচ্ছা ঠিক আছে বন্ধু, তুমি কয়েকজন সাক্ষী নিয়ে এসো। আমি তাদের সাক্ষী রেখে তোমাকে এক হাজার দিনার ধার দেবো।’

‘সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট, আমরা আল্লাহকে সাক্ষী রাখব।’ ব্যবসায়ী বললেন। কারণ, তখন তার সাক্ষী জোগাড় করার মতো অত সময় ছিল না। ব্যবসার কাজে যেতে হবে অনেক দূরে। একটু পরেই ছেড়ে দেবে বড়ো নৌকা। সেখানে আরও অনেক যাত্রী আছে। তার একজনের জন্য তো আর নৌকা অপেক্ষা করবে না। তাই এখন খুব তাড়া।

মা পাখি ও পাখির ছানা

একবার নবিজি কোথাও যাচ্ছিলেন। তাঁর সাথিরাও ছিলেন তাঁর সাথে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) নবিজির খুব প্রিয় একজন সাথি। তিনিও আছেন।

অনেকখানি পথ চলার পর তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। বিশ্রামের জন্য বিরতি দেওয়া হলো। সবাই যার যার মতো করে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। কেউ-বা দুয়েকজন একসাথে হয়ে গল্প করছিলেন।

নবিজিও একটু দূরে গেলেন কোনো প্রয়োজনে। ফিরে এসে তিনি দেখলেন, একটি পাখি লোকজনের মাথার ওপর ঘুরেফিরে উড়াউড়ি করছে। খুব ওপরে না; একেবারে মাথার কাছাকাছি। নবিজি বুঝলেন, পাখিটি বিপদে পড়েছে। তিনি সাথিদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন—

‘কে এ পাখিটির ছানা নিয়ে এসে তাকে কষ্ট দিয়েছে?’

‘আমি এনেছি হে আল্লাহর রাসূল।’ নবিজির সাথিদের একজন বললেন।

‘তার ছানা তাকে ফিরিয়ে দাও।’ নবিজি আদেশ দিলেন।

পাখিটির ছানা ফিরিয়ে দিলে সে শান্ত হলো। কোনো প্রাণীকে কেউ শুধু শুধু কষ্ট দিলে নবিজি তা খুবই অপছন্দ করতেন। এমনকি তিনি একটি পাখির বিষয়েও ছিলেন যত্নবান!

এ হাদিসটি যেখানে পাবে

রিয়াদুস সালিহিন : ১৬১১

অধ্যায় : কিতাবুল উমুরিল মানহিয়্যি আনহা
(নিষিদ্ধ কাজসমূহের বর্ণনাসংক্রান্ত অধ্যায়)

বর্ণনাকারী : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)

হাদিসের মান : সহিহ



তিনজনের পরীক্ষা



তারা তিনজন। একজন কুষ্ঠরোগী। একজন টেকো। আরেকজন অন্ধ। তিনজনই অতি গরিব। একদিকে গরিব, আরেকদিকে শারীরিক সমস্যা! এ নিয়ে ভারি কষ্ট তাদের মনে।

কুষ্ঠরোগী লোকটি ভাবে, আহা! আমার সারা শরীরে কুষ্ঠ। তাই মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। আমার আশেপাশে কেউ আসে না। আমার কোনো বন্ধু নেই। যদি আমার কুষ্ঠরোগ চলে যেত, আমি যদি সুস্থ হয়ে যেতাম, কী যে খুশি হতাম!

টেকো লোকটি ভাবে, আহা! আমার মাথায় এতটুকুন চুল নেই। আমাকে কী বিশ্রী দেখায়! আমাকে মানুষ পছন্দ করে না। আমার যদি মাথাভর্তি সুন্দর চুল থাকত, কতই-না ভালো হতো!

অন্ধ লোকটি ভাবে, আহা! আমি অন্ধ। সুন্দর এ পৃথিবীর কিছুই তো দেখি না। আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়জনদের চেহারাও দেখতে পাই না। অন্ধ হওয়ায় রঞ্জি-রোজগার করতে পারি না। তাই মানুষের কাছে চাইতে হয়। কী কষ্ট! আমার চোখ যদি ভালো হয়ে যেত, কতই-না আনন্দিত হতাম!